ISSN : 3006-449X
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 2, No. 2, December 2025

Guidelines of *The Quran* and *Hadith* in Maintaining Environmental Balance

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা

Dr. A.K.M. Shamsul Hoque Siddiqi[1], Zahidul Islam[2,*]
[1]Professor, Dept. of Arabic Language & Literature, Islamic University, Kushtia-7003, Bangladesh.
[2]Lecturer, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh.
Corresponding Author: Zahidul Islam, zahidiu35@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: *Environment, Plantation, worldwide, Quran, Climate change, Nature, Balance*

Received : 10 August 2025
Revised : 26 November 2025
Accepted: 23 December 2025

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

ABSTRACT

This beautiful green world is a unique creation of the great creator. He decorated the world with the diverse beauty of trees and vines, mountains and fountains, rivers and seas and oceans. These wonderful creations are bearing its proof in protecting the balance of the environment. Islam has given importance to planting trees to protect the balance of the environment. To plant trees is referred to as a reward for charity in Hadith. Islam has given importance to plant trees in order to protect the balance of the environment. Plantation of trees is even referred to in hadith as a reward for charity. These plants have an outstanding role in protecting the environment and biodiversity which is announced in the Quran. Allah Ta'ala has created nature to be suitable for human life, livable, healthy, beautiful and balanced. These plants have an outstanding role in protecting the environment and biodiversity which is announced in the Quran. Islam has distinct and comprehensive guidelines for environmental protection and climate change; following which it is possible to build a healthy and beautiful environment worldwide.

ভূমিকা

মহান আল্লাহ এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেন। আকাশ, বাতাস, ভূমি, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত ঘেরা গাছ-গাছালি আর পাখ-পাখালিতে সমৃদ্ধ অপূর্ব সুন্দর পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার পর তাতে মানব জাতিকে প্রেরণ করেন। সব মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু পরিমাণমতোই তিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের পরিমাপ ও প্রতিটি কাজের একটা সময় নির্দিষ্ট রাখেন। বাসযোগ্য পৃথিবী ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভারসাম্য রক্ষার বিকল্প নেই। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপনের তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বৃক্ষরোপনকে উৎসাহিত করে বলেছেন, " বৃক্ষরোপন সদকায়ে জারিয়া হিসেবে পরিগণিত হবে।"

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পানি ও গাছের ভূমিকা অনন্য। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইসলামের সুস্পস্ট নির্দেশনা রয়েছে। বাসযোগ্য পৃথিবী ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভারসাম্য রক্ষার বিকল্প নেই। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপনের তাগিদ দেন। আল্লাহ তা'আলা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী উপাদান গাছ-গাছালি ও নদী-নালার বিবরণে পবিত্র কুরআনুল কারিমও হয়েছে অলংকৃত। সুন্দর নয়নাভিরাম এ সবুজ পৃথিবী মহান স্রষ্ঠার অনন্য সৃষ্টি। তিনি ধরণীকে গাছ-পালা, তরু-লতা, পাহাড়-ঝর্ণা, নদ-নদী, সাগর-মহাসগরের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যে সাজান। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এসব চমৎকার সৃষ্টিই তার প্রমাণ বহন করে চলছে। জগত সৃজন ও সৃষ্টির বর্ণনা সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী-

> It is He Who sends down rain from the skies: with it We produce vegetation of all kinds: from some We produce green (crops), out of which We produce grain, heaped up (at harvest); out of the date-palm and its sheaths (or spathes) (come) clusters of dates hanging low and near and (then there are) gardens of grapes, and olives, and pomegranates, each similar (in kind) yet different (in variety): when they begin to bear fruit, feast your eyes with the fruit and the ripeness thereof. Behold! In these things there are Signs for people who believe.
>
> তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন তারপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, এরপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি; যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয়ই এ গুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।'[১]

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের প্রভাব রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ— পরিবেশ দূষণ। এর জন্য মানুষের কৃতকর্ম অনেকাংশে দায়ী।

ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার

ভূমির যথাযথ ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত হলে পরিবেশের ভারসাম্য সহজেই ফিরে আসবে। এ জন্য কৃষি জমিতে চাষাবাদ ও বনায়ন করতে হবে। নিজে আবাদ করতে না পারলে অন্যকে বর্গা অথবা এমনিতেই আবাদ করতে দিতে হবে। অকৃষি জমিতে ঘর-বাড়ি, খামার, বাণিজ্যিক অথবা অবাণিজ্যিক স্থাপনা অথবা অন্য কোনোভাবে ব্যবহার করতে হবে। জমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হাদিসে বারবার বলা হয়েছে। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যার কাছে জমি আছে সে যেন তা (নিজে) চাষাবাদ করে। যদি সে (নিজে) চাষাবাদ না করে তবে যেন তার কোনো ভাইকে চাষাবাদ করতে দেয়।'[২] প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কাজ করেন। তিনি নিজ হাতে গাছ লাগান এবং পাশাপাশি তিনি সাহাবায়ে কেরামকেও গাছ লাগাতে, বাগান করতে উদ্বুদ্ধ করেন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার এসব কাজকে তিনি সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে উল্লেখ করেন। জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে মুসলমান কোনো বৃক্ষ রোপণ করে, তারপর তা থেকে কোনো মানুষ, পশু বা পাখি ভক্ষণ করে, এর বিনিময়ে কিয়ামতে তার জন্য একটি সদকার সাওয়াব রয়েছে।'[৩] "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, গাছ লাগানো মুসলমানদের জন্য সদকা স্বরুপ।"[৪] একইসাথে গাছ লাগানো এমন পুণ্যের কাজ, যার সওয়াব মৃত্যুর পরও জারি থাকে। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন মুসলিম ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা হতে পাখী কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ হতে সাদাকা বলে গণ্য হবে।[৫] নির্মল পরিবেশের জন্য বিশুদ্ধ পানির গুরুত্বও অপরিসীম। ইরশাদ হচ্ছে,

> And Allah sends down rain from the skies, and gives therewith life to the earth after its death: verily in this is a Sign for those who listen.
>
> অর্থ: 'আর আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন এবং পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর এর মাধ্যমে জীবিত করে তুলেছেন। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য রয়েছে এক বড় নিদর্শন যারা কথা শোনে।'[৬]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

> Who has made the earth your couch, and the heavens your canopy; and sent down rain from the heavens; and brought forth therewith fruits for your sustenance; then do not set up rivals unto Allah when you know (the truth).

ইরশাদ হয়েছে, 'তিনিই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদরূপে বানিয়েছেন এবং মেঘ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন। এরপর তা দিয়ে তিনি তোমাদের জন্য রিজিকরূপে নানা প্রকারের ফলফলাদি উৎপন্ন করেন। অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাবে না।'[৭]

বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন

বৃক্ষ-তরুলতা প্রকৃতির প্রাণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। কাজেই বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা করতে হবে। অপ্রয়োজনে বৃক্ষ-তরুলতাকে নষ্ট করা যাবে না। হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে গাছ কাটবে (যে গাছ মানুষের উপকার করত) আল্লাহ তার মাথা আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন।'[৮] রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃক্ষরোপণ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এটিকে সাদকা হিসেবে উল্লেখ করেন। জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে মুসলমান কোনো বৃক্ষ রোপণ করে, তারপর তা থেকে কোনো মানুষ, পশু বা পাখি ভক্ষণ করে, এর বিনিময়ে কিয়ামতে তার জন্য একটি সদকার সাওয়াব রয়েছে।'[৯] গাছ লাগানোর প্রতি তাগিদ দিয়ে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ পরিবেশবিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছেন। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যদি নিশ্চিতভাবে জানো যে কিয়ামত এসে গেছে, তখন হাতে যদি একটি গাছের চারা থাকে, যা রোপণ করা যায়, তবে সেই চারাটি রোপণ করবে।'[১০] নির্মল পরিবেশ বজায় রাখতে ইসলামে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছ। হাদিস শরিফে গাছ লাগানোর বিশেষ ফজিলত ও মর্যদার কথা বিবৃত হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার

জীবন ধারণের মূল উপাদানগুলো মহান আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন। যেমন— পানি, বাতাস ইত্যাদি। এসবের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সহজলভ্য বলে অপচয় ও অপব্যবহার করা যাবে না। বর্ষায় চারদিকে পানি বেড়ে গেলেও পানির অপচয় ও অপব্যবহার রোধ করতে হবে। অপচয় সব সময়ই নিষেধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, Verily spendthrifts are brothers of the Evil Ones; and the Evil One is to his Lord (Himself) ungrateful. অর্থ: নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।[১১] আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদ (রা.) -এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন তিনি অজু করছিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কেন এই অপচয়?' সাদ (রা.) বলেন, অজুতেও কি অপচয় হয়?' রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, এমনকি প্রবাহিত নদীতে অজু করলেও।'[১২] আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় ও জীব জগতের অস্তিত্ব রক্ষায় সৃষ্টি করেছেন গাছপালা ও পর্বতমালা। আল্লাহ বলেন,

> And the earth - We have spread it out, and set thereon mountains standing firm, and produced therein every kind of beautiful growth (in pairs)

To be observed and commemorated by every devotee turning (to Allah).

অর্থ: 'আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং উৎপন্ন করেছি নয়নাভিরাম বিবিধ উদ্ভিদরাজি। এটি আল্লাহর অনুরাগী বান্দাদের জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ'।[১৩]

কুরআনে পাহাড়-পর্বতকে পৃথিবীর পেরেক বলে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু মানুষ অবাধে বনজঙ্গল উজাড় করে ও পাহাড় কেটে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

Have we not made the earth as a wide expanse, and the mountains as pegs?

অর্থ: আমি কি বানাইনি যমীনকে শয্যা? আর পর্বতসমূহকে পেরেক?[১৪]

পানি দূষণ প্রতিরোধ

পানি প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান উপাদান। পানি ছাড়া প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সে জন্য পানিকে নিরাপদ ও দূষণমুক্ত রাখতে হবে। নিজেদের কোনো কর্মে যেন পানি দূষিত না হয় সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানিকে পবিত্র, নিরাপদ ও দূষণমুক্ত রাখতে সবাইকে সচেতন করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে প্রসাব করে অতঃপর সেখানে গোসল না করে।'[১৫] যে পানি আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জীবজগতসমূহের পানের জন্য, পবিত্রতার জন্য, খাদ্যসংস্থানের জন্য সৃষ্টি করেন, সংরক্ষণ করেন এবং বর্ষণের মাধ্যমে প্রেরণ করে থাকেন, তার প্রকৃতি ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করা মানুষের অনিবার্য দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। যারা প্রতিনিয়ত পানিকে দূষিত, অপিবত্র এবং পান ও ব্যবহার-অযোগ্য করে তুলছে তারা গুরুত্বের অপরাধ করছে। তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এই জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। যাতে তারা সর্বপ্রকারের পানি দূষণ থেকে বিরত থাকে। পানি দূষণ রোধে ইসলাম কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। "জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেন।"[১৬] আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আছে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কারও উচিৎ নয়, স্থির পানি যা প্রবাহিত হয় না সেখানে পেশাব করা, অত:পর সেখানে গোসল করা।"[১৭]

নিরাপদ পানির গুরুত্ব

আরবি ভাষায় পানির সমার্থক শব্দ 'মাউন'। পবিত্র কুরআনে শব্দটি ৬৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী শরীয়তে পানির রং, গন্ধ ও স্বাদ স্বাভাবিক থাকলে তা সাধারণ পবিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

And He it is Who sends the Winds as heralds of glad tidings, going before His Mercy, and We send down pure water from the sky, That with it We may give life to a dead land, and slake the thirst of things We have created, - cattle and men in great numbers.

অর্থ: তিনিই তার (বৃষ্টিরূপী) অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদ হিসেবে বায়ু পাঠিয়ে দেন আর আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। যা দিয়ে আমি মৃত যমীনকে জীবিত করে তুলি এবং তৃষ্ণা নিবারণ করি আমার সৃষ্টির অন্তর্গত অনেক জীবজন্তুর ও মানুষের।[১৮]

বায়ু দূষণ প্রতিরোধ

মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন বাতাস প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। পক্ষান্তরে দূষিত বাতাস স্বল্প সময়ে প্রকৃতির নির্মলতা নষ্ট করে দেয়। বায়ু দূষণের ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, পরিবেশ ও সম্পদ নষ্ট হয়। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে ওজন স্তর পাতলা হয়ে যায়। এসব বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হয়। বায়ুকে দূষণমুক্ত রাখতে ইসলামের যথেষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা অভিশাপ ডেকে আনে এরূপ তিনটি কাজ থেকে বিরত থাকো। চলাচলের রাস্তায়, রাস্তার মোড়ে অথবা ছায়াদার স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা থেকে।'[১৯] পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে ইসলাম ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত সুস্পস্ট। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- অর্থ-পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ।[২০] ইসলামে বায়ুদূষণ থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে নির্দেশনা এসেছে। যার মাধ্যমে বায়ু দূষণের ক্ষতিকর বিষয় থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। যেমন: কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর মাধ্যমে। রাস্তাঘাটে যদি কোনো কষ্টদায়ক বস্তু, বায়ুদূষণকারী পদার্থ থাকে, তাহলে তা সরানোর মাধ্যমে বায়ুদূষণ রোধ করা যায়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ইমানের তেহাত্তর বা তেষট্টিটি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তমটি হলো- لا إله إلا الله বলা এবং সর্বনিম্নটি হলো- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।[২১] কেউ মারা গেলে সাথে সাথে তাকে কবর দিতে বলে। যাতে পরিবেশে কোনো ধরণের দূষিত না হয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

> Then Allah sent a raven, who scratched the ground, to show him how to hide the shame of his brother. "Woe is me!" said he; "was I not even able to be as this raven, and to hide the shame of my brother?" Then he became full of regrets.
>
> অর্থ: অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল, যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বলল, 'হায়! আমি এই কাকটির মত হতেও অক্ষম হয়েছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করব'। ফলে সে লজ্জিত হলো।[২২]

ইসলাম শুধু মৃত লাশকে দাফন করতে বলেনা, বরং ইসলাম অন্যান্য পঁচা-দুর্গন্ধ বস্তুকে মাটিতে পুতে দেয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একটি কাক আরেকটি মৃত কাকের নিকট এসে তার উপর মাটি দিতে দিতে সেটাকে ঢেকে দিল। এটা দেখে যে তার ভাইকে হত্যা করেছে সে বলতে লাগল, হায়! আমি কি এ কাকের মতোও হতে পারলাম না।[২৩]

বায়ুদূষণ রোধে জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি প্রনিধানযোগ্য। "রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কাঁচা পিয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে। এবং ঘরে বসে থাকে।[২৪] আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

যখন হাঁচি দিতেন, তখন এক টুকরো কাপড় বা নিজ হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলতেন এবং নিচু আওয়াজ করতেন।[২৫]

জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিহার

জলবায়ু পরিবর্তন বা পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার জন্য জীববৈচিত্র্য ধ্বংস অনেকাংশে দায়ী। এ জন্য বন্য ও গৃহপালিত পশু-পাখির প্রতিও ভালোবাসা প্রদর্শন ও দয়াশীল আচরণ করতে হবে। কোনো প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর অচরণ করা যাবে না। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসুল, জীবজন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্যও কি আমাদের পুরস্কার আছে? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ। প্রত্যেক দয়াদ্র হৃদয়ের অধিকারীদের জন্য পুরস্কার আছে।'[২৬] এ ছাড়া পশু কোরবানির সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবেহ করার এবং এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে পশুর কোনো কষ্ট না হয়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যখন তোমরা জবাই করবে, সর্বোত্তম পন্থায় করবে। জবাইয়ের বস্তু ভালোভাবে ধার দিয়ে নেবে আর পশুটিকে স্বাভাবিকভাবে প্রাণ বের হওয়ার সুযোগ দেবে।'[২৭] ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই ব্যক্তিকে অভিশাপ দেন, যে প্রাণীদের অঙ্গচ্ছেদ করে।'[২৮] এভাবে বিভিন্ন নির্দেশনার মাধ্যমে জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিহার করতে বলা হয়েছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইসলাম

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইসলাম বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব দিয়েছে। এমনকি হাদিসে বৃক্ষরোপণকে সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে। বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব বুঝাতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলেন, 'যদি নিশ্চিতভাবে জানো যে, কিয়ামত এসে গেছে এবং ওই মুহূর্তে গাছের চারা হাতে থাকে আর তা রোপণ করা সম্ভব হয় তাহলে তা রোপণ করে দেবে।'[২৯] গাছ মানুষ ও পরিবেশের বন্ধু। সবুজ গাছপালার ওপরই নির্ভর করে মানুষসহ পরিপূর্ণ প্রাণী জগতের অস্তিত্ব। গাছপালা সংরক্ষণের নির্দেশ হুঁশিয়ারি দিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে গাছ কাটবে, আল্লাহ তার মাথা আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন'।[৩০] পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য গাছ লাগানোর শিক্ষা আমরা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাদিস থেকে পাই। তিনি বলেছেন, যদি তুমি মনে কর আগামীকাল কেয়ামত হবে, তবু আজ একটি গাছ লাগাও। কুরআনে বর্ণিত এসব উপাদানেই রক্ষায় হয় পরিবেশের ভারসাম্য। প্রতি বছর বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে থাকে। এ দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও র‍্যালী আয়োজন করে মানুষকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও এর ভারসাম্য রক্ষার প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার অনুপ্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করে।

পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব

পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভারসাম্য রক্ষায় প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্রের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ, পরিচর্যাকরণ ও সংরক্ষণ সবারই দায়িত্ব। এসবের যথাযথ

দায়িত্ব পালনে কঠোর হুশিয়ারি দিয়েছেন বিশ্বনবি। আব্দুল্লাহ ইবনু হুবশী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কুল গাছ কাটবে, আল্লাহ তাকে মাথা উপুড় করে জাহান্নামে ফেলবেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)-কে এ হাদীসের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এটি দীর্ঘ হাদিসের সংক্ষিপ্ত রূপ। এই হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য, খোলা ময়দানের কুল গাছ, যার ছায়ায় পথচারী ও চতুস্পদ প্রাণী আশ্রয় নিয়ে থাকে তা কোনো ব্যক্তি নিজ মালিকানাহীন, অপ্রয়োজনে ও অন্যায়ভাবে কেটে ফেললে আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৩১] রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'যে ব্যক্তি কোনো বৃক্ষ রোপণ করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর বিনিময়ে তাকে এই বৃক্ষের ফলের সমপরিমাণ প্রতিফল দান করেন।'[৩২] যতদিন পর্যন্ত রোপণ করা গাছ বা প্রকৃতি জীবিত থাকবে ঠিক ততদিন যত প্রাণী, পশুপাখি ও মানুষ সে গাছ থেকে ফুল, ফল ও ছায়া অর্থাৎ যেকোনো উপকার পাবে, তা রোপণকারীর আমলনামায় সদকায়ে জারিয়া হিসেবে লেখা হবে। রোপণকারী ব্যক্তি যদি মারাও যান তাহলে তাঁর আমলনামায় এ সওয়াব পৌঁছাতে থাকবে। যদি না জানিয়ে গাছ থেকে কোনো ফল খায় বা নিয়ে যায় তাতেও রোপণকারীর আমলনামায় পৌঁছে যাবে সাদকার সাওয়াব।

পরিবেশ সংরক্ষণে কুরআন ও হাদিসের বর্ণনা

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কুরআনে ঘোষিত এসব উদ্ভিদের রয়েছে অসামান্য ভূমিকা। আল্লাহ তাআলা প্রকৃতিকে মানুষের জন্য জীবনধারণের অনুকূল, বাসযোগ্য, সুস্থ, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। আর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার অন্যতম প্রভাবক হলো উদ্ভিদ। মহান আল্লাহ বলেন,

> It is He Who sends down rain from the sky: from it you drink, and out of it (grows) the vegetation on which you feed your cattle.
>
> অর্থ: 'তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশুচারণ করে থাকো।'[৩৩]

মহান আল্লাহ বলেন,

> With it He produces for you corn, olives, date-palms, grapes, and every kind of fruit: verily in this is a Sign for those who give thought.
>
> অর্থ: তিনি তোমাদের জন্য তা দিয়ে জন্মান শস্য, জইতুন, খেজুরগাছ, আঙুর ও বিভিন্ন ধরনের ফল। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'[৩৪]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> A Sign for them is the earth that is dead: We do give it life, and produce grain therefrom, of which you do eat. And we produce therein orchards with date-palms and vines, and we cause springs to gush forth therein: That they

may enjoy the fruits of this (artistry): it was not their hands that made this: will they not then give thanks?

অর্থ: তাদের জন্যে একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে নির্ঝরিণী। যাতে তারা তার ফল খায়। তাদের হাত একে সৃষ্টি করে না। অতঃপর তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন?[৩৫]

পরিবেশ সংরক্ষণে মহান আল্লাহর তা'য়ালার কৌশল

আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টির অনন্য কৌশল হলো বৃক্ষের জন্য যেমন পানি অপরিহার্য তেমনি গাছপালা মাটিতে পানি সংরক্ষণে সাহায্য করে। আর বনাঞ্চল থাকলেই মহান আল্লাহ সেখানে বৃষ্টিপাত করেন। এ সবই পানি ও উদ্ভিদ জীবনচক্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ মহান আল্লাহ বলেন-

It is Allah Who sends the Winds, and they raise the Clouds: then He spreads them in the sky as He wills, and breaks them into fragments, until you see rain-drops issue from the midst thereof: then when He has made them reach such of His servants as He wills, behold, they do rejoice! -

অর্থ: 'তিনিই আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তা স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা তা পৌঁছান, তখন তারা আনন্দিত হয়।'[৩৬]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

Then let man look at his food, (and how we provide it): For that we pour forth water in abundance, And We split the earth in fragments, and produce therein corn, And grapes and nutritious plants, And olives and dates, And enclosed Gardens, dense with lofty trees, And fruits and fodder, For use and convenience to you and your cattle.

অর্থ: 'মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক; আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সব্জি, যয়তুন, খর্জূর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস তোমাদেরও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের উপাকারার্থে।[৩৭]

আল্লাহ বলেন,

> And do they not see that we do drive Rain to parched soil (bare of herbage), and produce therewith crops, providing food for their cattle and themselves? Have they not the vision?
>
> অর্থ: 'তারা কি লক্ষ করে না, আমি উষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উদ্‌গত করি শস্য, যা থেকে তাদের গবাদিপশু এবং তারা নিজেরা আহার করে। তারা কি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হবে না?'[৩৮] সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে বলা হয়েছে।

১৮ক। রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।'[৩৯] এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটি আইনও রয়েছে। যা বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে পরিচিত। এতে পরিবেশ দূষণের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা বা পাঁচ বছর জেল অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

উপসংহার

পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভারসাম্য রক্ষায় কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনাই হোক সর্বোত্তম পাথেয়। পরিবেশের সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ইসলামে রয়েছে স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা; যা অনুসরণ করলে বিশ্বব্যাপী একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব। পরিবেশ সংরক্ষণে রাষ্ট্র ও সমাজ ইসলামের আলোকে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সামর্থ্য হলে বৈশ্বিক পরিবেশ বিপর্যয়ের হার বহুলাংশে কমে আসবে ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে বলা যায়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইসলামের নির্দেশনাগুলোর সফল বাস্তবায়ন বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়ে পৃথিবী আবারও বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

REFERENCES

আল কুরআনুল কারীম, সুরা আল আনআম, ৬ : ৯৯

আল-মুসনাদ আল-সহীহ আল-মুখতাসার মিন আল-উমূর বি-রসূলিল্লাহ ﷺ ওয়াসুনানিহি ওয়ায়্যামিহি, হাদিস নং-৩৭৭৩

আল-মুসনাদ আল-সহীহ আল-মুখতাসার মিন আল-উমূর বি-রসূলিল্লাহ ﷺ ওয়াসুনানিহি ওয়ায়্যামিহি, হাদিস নং-৪০৫৩

আল-জামি আল-সাহীহ আল-মুসনাদ মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি

আল-জামি আল-সাহীহ আল-মুসনাদ মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি , হাদিস নং-৬০১২, আল-মুসনাদ আল-সহীহ আল-মুখতাসার মিন আল-উমূর বি-রসূলিল্লাহ ﷺ ওয়াসুনানিহি

ওয়ায়্যামিহি ২২/২, হাদিস নং-১৫৫৩, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল হাদিস নং- ১২৪৯৭ (আধুনিক প্রকাশনী: ২১৫২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ২১৬৯)

আল কুরআনুল কারীম, সুরা আন নাহল, ১৬ : ৬৫

আল কুরআনুল কারীম, সুরা আল বাকারা, ২ : ২২

সুনান আল-কুবরা লিল বায়হাকী, হাদিস নং- ১৪০

আল-মুসনাদ আল-সহীহ আল-মুখতাসার মিন আল-উমূর বি-রসূলিল্লাহ ﷺ ওয়াসুনানিহি ওয়ায়্যামিহি, হাদিস নং- ৪০৫৩

আল-জামি আল-সাহীহ আল-মুসনাদ মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি, আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৪৭৯; মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হাদিস নং- ১৮৩

আল কুরআনুল কারীম, সুরা আল ইসরা, ১৭ : ২৭

সুনানে ইবনু মাজাহ, আস সহীহ, হাদিস নং- ৪২৫

আল কুরআনুল কারীম, সূরা ক্বফ, ৫০ : ৭-৮

আল কুরআনুল কারীম, সুরা আন্ নাবা, ৭৮ : ৬-৭

আল-জামি আল-সাহীহ আল-মুসনাদ মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি, হাদিস নং- ২৩৬; মুসলিম, আস সহীহ, হাদিস নং- ৬৮২

আল-মুসনাদ আল-সহীহ আল-মুখতাসার মিন আল-উমূর বি-রসূলিল্লাহ ﷺ ওয়াসুনানিহি ওয়ায়্যামিহি, হাদিস নং- ৫৪৮

আল-জামি আল-সাহীহ আল-মুসনাদ মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি, হাদিস নং- ২৪০

আল কুরআনুল কারীম, সুরা ফুরক্বন, ২৫ : ৪৮-৪৯

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ২৬

আল-মুসনাদ আল-সহীহ আল-মুখতাসার মিন আল-উমূর বি-রসূলিল্লাহ ﷺ ওয়াসুনানিহি ওয়ায়্যামিহি, হাদিস নং- ২২৩

আল-মুসনাদ আল-সহীহ আল-মুখতাসার মিন আল-উমূর বি-রসূলিল্লাহ ﷺ ওয়াসুনানিহি ওয়ায়্যামিহি, হাদিস নং- ৬০

আল কুরআনুল কারীম, সুরা আল মায়িদাহ, ৫ : ৩১

জামিউল বয়ান আন তাবিলি আয়িল কুরআন

আল-জামি আল-সাহীহ আল-মুসনাদ মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি, হাদিস নং- ৫৪৫২

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪৯৪৫

আল-জামি আল-সাহীহ আল-মুসনাদ মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি, হাদিস নং- ৫৬৬৩

আল-মুসনাদ আল-সহীহ আল-মুখতাসার মিন আল-উমূর বি-রসূলিল্লাহ ﷺ ওয়াসুনানিহি ওয়ায়্যামিহি, হাদিস নং- ১৯৫৫

আল-জামি আল-সাহীহ আল-মুসনাদ মিন উমুরি রাসূলিল্লাহ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি, হাদিস নং- ৫১৯৫

আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৪৭৯
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৫২৪১, সুনান আল-কুবরা লিল বায়হাকী : ৬/১৪০
সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৫২৩৯
মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হাদিস নং-২৩৫৬৭
আল কুরআনুল কারীম, সুরা আন নাহল, ১৬ : ১০
আল কুরআনুল কারীম, সুরা আন নাহল, ১৬ : ১১
আল কুরআনুল কারীম, সুরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৩৩-৩৫
আল কুরআনুল কারীম, সুরা আর রুম, ৩০ : ৪৮
আল কুরআনুল কারীম, সুরা আবাসা, ৮০ : ২৪-৩২
আল কুরআনুল কারীম, সুরা আস সাজদা, ৩২ : ২৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, (সর্বশেষ সংশোধনী, এপ্রিল-২০১৬) পৃ. ৬।